# মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

ড. প্রদীপকুমার মণ্ডল

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ মানভূমকেও তরঙ্গায়িত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাপর্ব দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। প্রথমজন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৭৬-১৯৩৫) এবং দ্বিতীয়জন অতুল চন্দ্র ঘোষ (১৮৮১-১৯৬১) বস্তুতঃ মানভূম জেলার বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা ক্ষেত্রে বহিরাগত নেতৃত্বের ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা থেকে এই সমস্ত নেতৃবর্গের মানভূমে পদার্পনের ফলে রাজনৈতিক সচেতনতা ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে বিহার সরকারের গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে -Manbhum has been notorious for years past on account of its dislayal activities.Its proximity to Bengal, its Bengali population, the influxof large number of Eastern Bengalees, who have settled here either as lawyears or as congress workers, the illiteracy and ignorance of the masses, who are easily excitable and were notorious for their criminal tendencies, supllied all the elements for fomenting disaffection among its people." এসম্পর্কে নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত শরৎ চন্দ্র সেন জীমূত বাহন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত ১৮৭৬ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার গাউপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের সান্নিধ্য লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বরিশালে বহু সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০০ সালে বি. এ পাশ করার পর নিবারণচন্দ্র প্রথমে মেদিনীপুর স্কুলের সাব ইনসপেক্টর হিসেবে চাকরী জীবন শুরু করেন। ১৯১১ সালে মেদিনীপুর থেকে বদলী হয়ে প্রথমে মানভূমের মানবাজার এবং পরে ঝালদায় কাজ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দেন। পরে ১৯১৬ সালে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে নিবারণ চন্দ্র ১৯২২ সালে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। নিঃস্ব অবস্থায় তিনি আত্মত্যাগী কর্মীদের নিয়ে পুরুলিয়া স্টেশনের কাছে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং "তিলক জাতীয় বিদ্যালয়" নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য নীলকুঠি ডাঙায় দেশালাই কল স্থাপন করেন। অতিশয় কষ্টের মধ্যে সমর্পিত বুদ্ধি ও বিশ্বাস নিয়ে আনন্দময় কর্ম জীবন গড়ে তোলার শিক্ষা নিবারণ চন্দ্রের সাধক জীবন থেকে মানভূমবাসী লাভ করেছিলেন।

১৯২৫ সালে নিবারণচন্দ্র জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'দেশবন্ধু প্রেস ও 'মুক্তি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই বৎসর পুরুলিয়ায় বিহার কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধী সম্মেলনে আসেন। ইতিপূর্বে ১৯২১ সালে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। নিবারণ চন্দ্র সভাপতি এবং অতুলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক হন। পুরুলিয়ায় গান্ধীজির আগমণ কালে নিবারণ চন্দ্রের আহ্বানে বহু মানুষ অর্থ সাহায্য করেন।

১৯২৮ সালে হরিপদ দাঁর আনুকুল্যে তেলকল পাড়ায় শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তী দুই দশক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্যতম আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৯ সালে মুক্তি পত্রিকায় 'বিপ্লব' শীর্ষক সম্পাদকীয় লেখার অভিযোগে তাঁর এক বৎসর কারাদণ্ড হয়। ইতিমধ্যে তিনি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে ৬মাস কারাবাস করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ১৭ই জুলাই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মানভূমের সন্তান না হলেও মানভূমকে আপন করে নিয়ে নিবারণ চন্দ্রের ত্যাগ, আদর্শবোধ এবং ঋষি সুলভ ব্যক্তিত্ব পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। অতুলচন্দ্র ঘোষ নিবারণ চন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন — "তিনি মানভূমের বিরাট কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভাবপ্রচারে বহির্গত হইলেন এবং ধীরে ধীরে কংগ্রেসের কার্যধারা, জাতীয় আত্মচেতনা মানুভূমের মধ্যে পরিব্যপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহাদের কর্মপ্রেরণায় মানভূমে নূতন নূতন কর্মীর সন্ধান মিলিতে লাগিল। সেই রোগজীর্ণ দুর্বল শরীরে সেই সময়ে মাসের পর মাস অনিয়মে অব্যবস্থায়, রৌদ্রে, জলে, কর্দমে, কঙ্করে, পর্বতে-জঙ্গলে, পদব্রজে, গরুর গাড়ীতে কত কষ্ট করিয়াই না তিনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি যাহা কিছু প্রচার করিতেন তাহা জনসাধারণের ভাবানুযায়ী করিয়া শিক্ষা দিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি চরকাকে চব্বিশ প্রহর প্রভৃতি কীর্ত্তণ অনুষ্ঠানের অঙ্গ করিয়া অহোরাত্র চরকা চালাইবার ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবর্তন করেন।" বাংলাদেশের নবজাগরণের ঝড়ের পাখি ডিরোজিওর মতো নিবারণচন্দ্র বহু তরুণকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন যাঁরা পরবর্তীকালে মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যেমন—জীমূতবাহন সেন, উপেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত, শ্রীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অতুলচন্দ্র ঘোষ ১৮৮১ সালে বর্ধমান জেলার খণ্ডকোষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর উপর রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছিল। আইন পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ১৯০৮ সালে পুরুলিয়ায় ওকালতি শুরু করেন এবং বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পান। ইতিমধ্যে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক

দিয়ে সরকারী অফিস - আদালত বর্জন করার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভাষা আন্দোলনের নেতা বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত অতুলচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন - "ছাত্রাবস্থায় বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য বয়কট আন্দোলনের যে বীজ অতুল চন্দ্রের অন্তরে সুপ্ত হইয়াছিল এতদিনে তাহাতে অঙ্কুরোদগমের সুযোগ দেখা দিল। তিনি খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, অর্থ প্রভৃতি জলাঞ্জলি দিয়া ১৯২১ সালে স্ত্রী ও চারটি শিশু পুত্র-কন্যা লইয়া সপরিবারে অনিকেত হইয়া ও দারিদ্র বরণ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মানভূমে ঋষিকল্প মনিষী নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত সরকারী জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ঋষি নিবারণ চন্দ্র ও অতুল চন্দ্র রাজনৈতিক জীবনে একই গ্রন্থিতে আবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক কর্মীদের বাসস্থান ও কর্মস্থাপনের কেন্দ্ররূপে পুরুলিয়ায় শিল্পাশ্রম নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশব্রতী কংগ্রেস কর্মীদের সহিত সপরিবারে এই আশ্রমেই বসবাস করিতে লাগিলেন। জনসেবার জন্য আত্মনিয়োগকারী কর্মীবৃন্দের সমাবেশে এই আশ্রম জেলার জনসেবার কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিল।"

অতুলচন্দ্র ১৯২১ সালে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে নিবারণ চন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি মানভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং ১৯৪৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলনকালে মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম অতুল চন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি। এর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রয়েছে।

যাইহোক, ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনকে মানভূমে প্রসারিত করার জন্য বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি উদ্যোগ নেন। ১৯২১ সালে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ পুরুলিয়া পরিদর্শনে আসেন এবং জনগণকে অসহযোগ আন্দোলনে উৎসাহিত করার প্রচার শুরু হয়। ১৯২০ সালের কোলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধী প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ৭ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী বিহারের সমগ্র জেলার ন্যায় মানভূম জেলাতেও শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মযজ্ঞ। সরকারী আদালত বয়কট কর্মসূচী পুরুলিয়াতে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ পুরুলিয়ার আইনজীবীদের আদালত বয়কট করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানান। এরপর অতুল চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে আইনপেশা ত্যাগ করে উপেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত, গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য, জগন্নাথ সিনহা প্রমুখ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কর্মচারীরাও চাকরী ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ

দিয়েছিলেন। নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে মানভূমে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। সরকারী চাকুরীজীবী পঞ্চানন পানি, ভূপতি ব্যানার্জী, বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, বক্সী সিং সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বান্দোয়ান থানার কিশোরী সিং সর্দার চৌকিদারী পেশা ত্যাগ করেন। অন্যদিকে জীমূতবাহন সেন ইংল্যাণ্ড থেকে ডাক্তারি অধ্যয়ন ত্যাগ করে, ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তাছাড়া বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, অরুণ চন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু দাশগুপ্ত, প্রমুখ বহু ছাত্র স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ ছেড়ে দিয়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে নিজেদের উৎসর্গ করেন।

সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার পাশাপাশি কিছু গঠনমূলক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছিল। যেমন ১৯২১ সালে পুরুলিয়ায় 'তিলক জাতীয় বিদ্যালয়' ঝালদা থানায় 'জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। ১৯২১ সালে পুরুলিয়াতে শিল্পাশ্রম গঠিত হয়। সেখানে গান্ধীজী নির্দেশিত গঠনমূলক কর্মসূচী, দেশলাই, সাবান, খাদি বস্ত্র তৈরী প্রভৃতির কাজ চলতে থাকে। ১৯২১ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর যুবরাজের পাটনা শহর পরিদর্শনের দিন বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে মানভূম জেলায় এবং পুরুলিয়া শহরে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য ১৯২১ সালের শেষার্ধে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, উপেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত, নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র ঘোষ, জীমূতবাহন সেন সহ সমস্ত প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তবে গ্রামাঞ্চলে এই আন্দোলনের প্রভাব খুব বেশী ছিল না।

অবশ্য মানভূম জেলার অপর একটি অংশ ধানবাদ মহকুমা অঞ্চলে একই সময় থেকেই জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। ১৯২০ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন মানভূমের রজনীকান্ত সরকার। এই সময় শিল্পাশ্রম থেকে ধানবাদ মহকুমার কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হত। নিবারণচন্দ্র, অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ধানবাদে যাতায়াত করতেন। এরপর ধানবাদ অঞ্চলের গুনেন্দ্রনাথ রায়, উমাপদ কর, সুধীর ব্যানার্জী, রতন চন্দ্র দত্ত, জগৎ সরকার, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক প্রমুখ পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ১৯২১ সালে ঝরিয়ায় কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া কাতরাস, গোবিন্দপুর, নিরসা, চিরকুণ্ডা প্রভৃতি এলকায় কংগ্রেসের শাখা গড়ে ওঠে। গান্ধী, নেহরু, নেতাজী সুভাষ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ ঝরিয়ায় আসতেন। ১৯২১ সালে 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' এর সফরকালে ঝরিয়ায় হরতাল পালিত হয়। মদের দোকানগুলিতে পিকেটিং চলে। ঝরিয়াতে তিলক ভবন গঠিত হয় এবং সেখান থেকে ঝরিয়া

কংগ্রেসের সমস্ত কাজ পরিচালিত হত। তবে ধানবাদ অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। মানভূম জেলার দুই বৃহৎ অংশ পুরুলিয়া এবং ধানবাদ মহকুমার জনগনের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক ঐক্য লক্ষ্য করে ১৯২৬ সালে বিহার সরকার ধানবাদকে পৃথক জেলা হিসেবে গঠন করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু তা অবশ্য বাস্তবায়িত হয় নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয় কংগ্রেস ছাড়াও মানভূমে আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সংগঠন ও কার্যাবলী ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করতে থাকে। ১৯২৬ সালে পুরুলিয়াতে হিন্দু সভা গঠিত হয়। সভাপতি হন ললিত মোহন মিত্র এবং সাধারণ সম্পাদক উপেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত। রঘুনাথপুরে ফণিভূষণ দত্ত একটি বৃহৎ কৃষি খামার গড়ে তুলেছিলেন। এই কৃষি খামারটিতে সশস্ত্র বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে থাকতেন। তেমনি ধানবাদ মহকুমা অঞ্চলেও বিশেষতঃ খনি এলাকায় বামপন্থী বিপ্লবীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। যোগেন্দ্র শুক্লের তত্ত্বাবধানে ধানবাদে 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি' গড়ে উঠেছিল। এছাড়া ধানবাদ ও ঝরিয়া অঞ্চলে অনুশীলন দলের সংগঠন জোরদার হয়েছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পর্যায়ে উত্তর মানভূম এলাকায় অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তীর (পরবর্তীকালে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী) ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বাল্যকাল থেকে অন্নদাপ্রসাদের অন্তরে বিপ্লবী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় মাত্র ৮ বৎসর বয়সে রাজা পঞ্চম জর্জের দরবার উৎসবের (১৯১১) প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়ে অন্নদা প্রসাদ একটি কবিতা লেখেন —

"যারা তাঁতীর কাটলো আঙ্গুল তাদের দেব জয়
জীবন থাকতে নয়।
কিসের তাদের গানের আসর রাস্তা সাজা,
কিসের তোদের সাজগোজ আর বাজনা বাজা
কিসের তাদের হৈ চৈ এই সারা গেরামময়?
পঞ্চম জর্জ রাজা? তাতে মোদের দেশের কি?
আমার দেশে ইংরাজ রাজা? বলিস্ না ছি ছি।
আমার দেশের রাজা হবে আমার দেশের লোক
আজকে আমোদ স্ফূর্তি সে নয়, আজকে করবো শোক।
মা বলেছে আমাদের দেশের বন্ধু ওরা নয়
প্রাণ থাকতেও গাইবো নাকো আমি তাদের জয়।"

পরবর্তী সময়ে অন্নদাপ্রসাদ আদিবাসী সাঁওতালদের সংঘবদ্ধ করতে অগ্রণী হয়ে ওঠেন। ১৯১৮ সালে অন্নদাপ্রসাদের পরিচালনায় রামচন্দ্রপুরে বিপ্লবীদের এক গোপন সংস্থা স্থাপিত হয়—যার নাম ছিল 'আর্য আশ্রম'। ১৯২৮ সালে সুভাষ

চন্দ্র বসু এ সংস্থার নাম দেন 'মানভূম কর্মী সংসদ'। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ঐ সংসদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করায় এই অঞ্চলের সংগ্রামী কর্মীরা অসীম অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের ৬ই মার্চ রামচন্দ্রপুরে মানভূম জেলা কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী এই সম্মেলনকে সফল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। হাজার হাজার মানভূমবাসী বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়নের জন্য সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একস্বরে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনকালে অন্নদাপ্রসাদ বিশেষ ভূমিকা নেন।

মহিলারাও মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্রমশ অগ্রণী হয়ে ওঠেন। পুরুলিয়া শহরে 'মহিলা সভা' গঠিত হয়। এই সংগঠনের মধ্যে ক্ষীরোদা সুন্দরী দেবী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কণ্যা কল্যাণী দেবী, নীহার বালা দেবী, লতিকা দেবী প্রমুখ দেশসেবার আদর্শে ব্রতী হন। ঝালদা-বাগমুণ্ডি এলাকায় কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করতে গিয়ে ১৯২৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর ঝালদার কংগ্রেস নেতা সত্যকিঙ্কর দত্ত শহীদ হন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সরকারী দমন নীতির চিত্র তুলে ধরা হতে থাকে। ফলে সরকার ১৯২৯ সালে মানভূমের পত্রপত্রিকাগুলি বন্ধ করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত মুক্তি পত্রিকা, চাইবাসা থেকে প্রকাশিত 'তরুণশক্তি' এবং 'সার্চ লাইট' পত্রিকাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত, তরুণশক্তির সম্পাদক অন্নদা চক্রবর্তী এবং সার্চলাইট পত্রিকার সম্পাদক মুরলিমনোহর প্রসাদের কারাদণ্ড হয়। এই সময়কালে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সঙ্গে মানভূমের বিপ্লবী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, বীর রাঘব আচারিয়া প্রমুখের যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মানভূমের সংগ্রামী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইতিপূর্বে প্রাদেশিক কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুভূম জেলার জনগণও সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। তবে স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রাক্কালে সাংগঠনিক স্তরে ক্ষেত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে জেলা কংগ্রেস কর্মীরা ১৯৩০ সালের ১৫ই জানুয়ারী ঝালদায় পুরুলিয়ায় প্রথম শহীদ সত্যকিঙ্কর দত্তের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি টুসু মেলা আয়োজন করেন যা 'সত্য মেলায়' পরিণত হয়। সেখানে উপস্থিত বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত, বীর রাঘব আচারিয়া, শিউশরণলাল যশোয়াল প্রমুখ নেতাদের মাধ্যমে ঝালদা অঞ্চলের নির্যাতিত মাহাত সম্প্রদায় ও দরিদ্র কৃষক সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠেন। বান্দোয়ান, বরাবাজার প্রভৃতি থানায় শবর, সাঁওতাল, খেড়িয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষদের কংগ্রেসের পতাকাতলে